ভোরের কাগজ

তারিখ JAN. 28 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

৪৪

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু অসঙ্গতি প্রসঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা ও তাদের নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় মাত্র এসএসসি বা সমমান। অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় ডিগ্রি বা সমমান।

বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যেখানে সকল চাকরির ক্ষেত্রেই পুরুষ ও মহিলাদের সমানভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে সেখানে শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগে সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণের কি হেতু থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। শুধু তাই নয়, বেতন স্কেল নিয়েও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষরা ডিগ্রি পাস বা মাস্টার্স করেও এসএসসি পাস মহিলাদের স্কেলে বেতন পাচ্ছেন। বিষয়টি কতোটুকু যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখার বিষয়। আবার এক্ষেত্রে তাদের যে স্কেলে বেতন দেওয়া হচ্ছে তা একজন তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীর বেতন স্কেলের চেয়েও কম। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। যেখানে প্রতি বছর বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করা হচ্ছে সেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেন এতো অবমূল্যায়ন? কেন তারা সম্মানজনক বেতন স্কেল পাচ্ছে না?

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, এই বৈষম্যের কারণে মেধাবী ছাত্ররা এ পেশায় আসতে অপারগতা প্রকাশ করছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নও দিন দিন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পরবর্তীকালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কিন্ডারগার্টেনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছি যে, উপরোক্ত বৈষম্যসমূহ দূর করে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সঠিক ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দিয়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের স্কেল সংশোধন করে তাদের সম্মানজনক বেতন স্কেল প্রদান করা হোক।

মোঃ রকিব উদ্দিন
কাপ্তানবাজার (হাজী মসজিদ)
কুমিল্লা